দারসে কুরআন সিরিজ-৪১

আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক ?

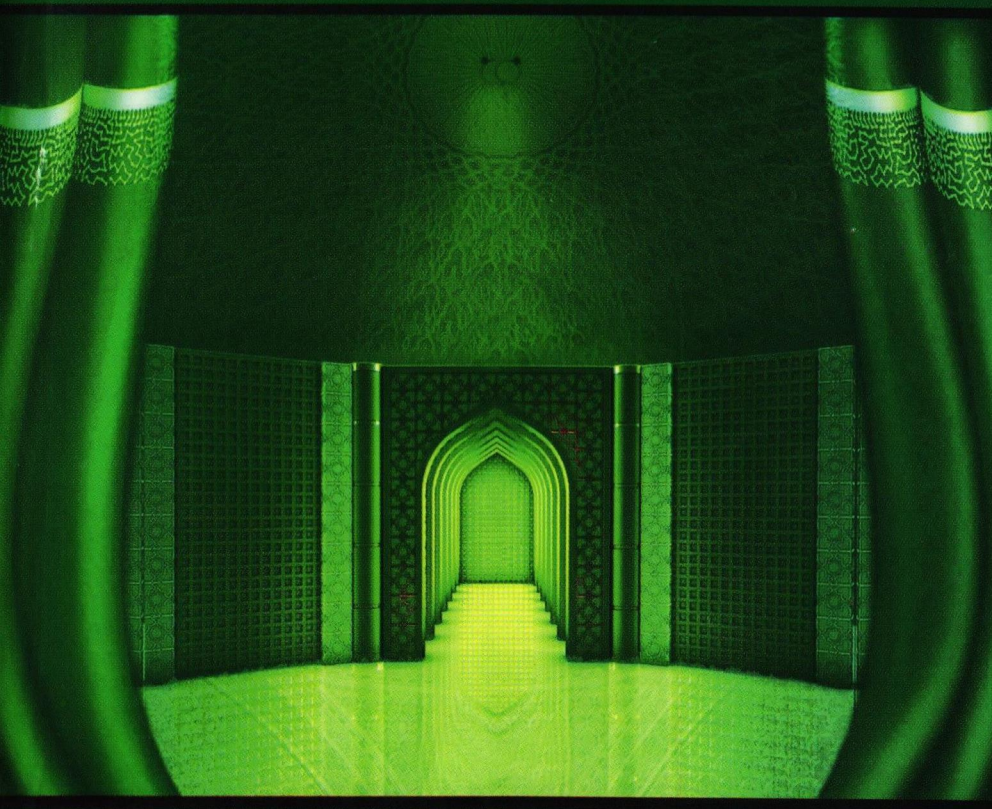

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৪১

আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক?

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক?
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
বিশতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা মনে করি যারা ঈমানদার তারা কোনোভাবেই মুশরিক নয়। কিন্তু আল্লাহর কুরআন বলে–'অধিকাংশ লোকই এমনভাবে ঈমান আনে যে, একদিকে তারা ঈমান আনে অন্যদিকে তারা মুশরিকও।'

এটা আল্লাহ কেন বললেন এবং এই ধরনের মুশরিক কারা, তা-ই এ ছোট্ট বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আর চেষ্টা করা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, যারা কমিউনিস্ট তারা মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়, তারা ইহুদী বা খ্রিস্টানও নয়, তারা এক ভিন্ন জাতি, যে জাতির আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যকোনো জাতির আকীদা-বিশ্বাসের কোনো মিল নেই।

কমিউনিস্টরা বড় ধুরন্ধর মুনাফিক। এদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ে বিয়ে দেয়া মুসলমানদের জন্য হারাম। এরা মরে গেলে মুসলমানী কায়দায় এদের জানাযা পড়াও হারাম। যারা এদের জানাযা পড়বে তাদেরকে পুনরায় কালেমা রদ্দেকুফর পড়ে মুসলমান করে নিতে হবে।

যেহেতু তাদের মুনাফেকী সম্পর্কে বাংলাদেশের মুসলমানগণ অস্পষ্ট ধারণা রাখেন, তাই তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া আমি আমার একটা ঈমানী দায়িত্ব মনে করি। তাই তাদের সম্পর্কেও এ ছোট্ট বইয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে।

আশা করি এতে দেশের মুসলিম ভাই-বোনেরা উপকৃত হবেন।

–প্রকাশক

www.pathagar.com

আমার মনের কথা

'মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু মুসলমান রয়েছে যারা একদিকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, কিন্তু অন্যদিকে তারা মুশরিকই থেকে যান।' এ কথাটা আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর ভাষায় (বলেছেন সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতে)। এ কথাটির তাৎপর্য বুঝানোর জন্যই আমার এই ছোট্ট বইটা লেখা। আমি চাই আমার প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা যেন একদিকে ঈমানও আনবে অন্যদিকে (নামায-রোযা সবকিছুই ঠিকমতো আদায় করেও) মুশরিক হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে, এটা যেন না হয়। এবং কমিউনিস্টদের যেন কেউ মুসলমান মনে না করে। কারণ তারা অমুসলিম। তাদের ধর্ম ভিন্ন।

আমি যাদের মহব্বত করি তাদেরকেই যখন আমার ঈমানী চোখ দিয়ে জাহান্নামের পথে চলতে দেখি তখন মনে বড় কষ্ট পাই, আর মনে মনে ভাবি, যা নিজে বুঝি তা না বলার কারণে কিছু মুসলমান কিয়ামতে বিপদে পড়বে এবং আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে এটা বুঝেও কি করে চুপ করে থাকি! তা থাকা যায় না এবং মনও তা মানে না, তাই আল্লাহর কথা দিয়েই আল্লাহর বান্দাহ্দের একটু সচেতন করতে চাই। এটা এ পর্যন্ত চেষ্টা করছি তাফসীর এবং ওয়াজের মাধ্যমে বুঝাতে। এখন বৃদ্ধ বয়সে চাচ্ছি লেখার মাধ্যমে জমিনের উপর কথাগুলো রেখে যেতে। যেন আমার বিদায়ের পরও আমার কথাগুলি মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে এবং মুসলমান ভাই-বোনেরা যেন মৃত্যুর পূর্বে এ ব্যাপারে সচেতন হতে পারে।

ইতি–

লেখক

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আ)-এর
দোয়াও প্রাসঙ্গিক আয়াত

(সূরা ইউসুফের ১০১ থেকে ১০৬ আয়াত)

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۔ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۔ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ذَالِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۔ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۔ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ হযরত ইউসুফ (আ) বললেন, হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছো। আর আমাকে সব বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করার জ্ঞান শিক্ষা দাও। হে আসমান-জমিনের স্রষ্টা, তুমিই আমার পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। তুমি আমাকে ইসলামী আদর্শের ওপর আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটাও এবং পরিণামে (পরকালে) আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(হে মুহাম্মদ) এই কাহিনী অদৃশ্য জগতের খবর–যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের

www.pathagar.com

ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তুমি যতই চাও এদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। অথচ তুমি এই মহান কাজের বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে কোনো মজুরীও চাও না বা কামনাও করো না। আসলে এটা একটা মহা উপদেশ মাত্র। এটা দুনিয়াবাসীদের সকলের গ্রহণীয় উপদেশ যা প্রত্যেকেরই মেনে নেয়া উচিত।

জমিন ও আসমানে কতইনা নিদর্শন রয়েছে–যার উপর দিয়ে লোকেরা বিচরণ করে অথচ তারা এর কিছুই লক্ষ্য করে দেখে না। এদের অধিকাংশই আল্লাহকে মানে কিন্তু মানে এমনভাবে যে, সে মানার সঙ্গে (আল্লাহর সঙ্গে) অন্যেরাও শরীক থাকে (অর্থাৎ আল্লাহকেও মানে এবং এমন অবস্থায় মানে যে, তারা মুশরিকও থাকে, আবার আল্লাহকেও মানে)।

শব্দার্থ ঃ رَبِّ – হে আমার রব, قَدْ – অবশ্য, اٰتَيْتَنِىْ – আমাকে দান করেছে, مِنَ الْمُلْكِ – রাষ্ট্রক্ষমতা, وَعَلَّمْتَنِىْ – এবং আমাকে শিক্ষা দিয়েছো, مِنْ – হতে, تَاْوِيْلِ – (সূক্ষ্ম তত্ত্বের) অনুধাবন ক্ষমতা, الْاَحَادِيْثِ – সূক্ষ্ম তত্ত্ব, فَاطِرَ – সৃষ্টিকারী, السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – আসমান ও জমিনের, اَنْتَ – তুমি, وَلِيّ – পৃষ্ঠপোষক বন্ধু, فِى الدُّنْيَا – দুনিয়াতে, وَالْاٰخِرَةِ – এবং পরকালে, تَوَفَّنِىْ – আমার সমাপ্তি ঘটাও, مُسْلِمًا – মুসলমান হিসাবে, وَّاَلْحِقْنِىْ – এবং আমাকে সামিল করো, بِالصّٰلِحِيْنَ – সৎ লোকদের সঙ্গে, ذَالِكَ – কাহিনী, مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ – অদৃশ্য জগতের খবর, نُوْحِيْهِ – অহীর মারফত জানাচ্ছি, اِلَيْكَ – তোমাকে, وَمَا كُنْتَ – তুমি (হে মুহাম্মদ) তখন ছিলে না, لَدَيْهِمْ – তাদের কাছে, اِذْ – যখন, اَجْمَعُوْا – একজোট হয়ে, اَمْرَهُمْ – তাদের কাজ (কুয়ার ফেলার কাজ), يَمْكُرُوْنَ – ষড়যন্ত্র করে, وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ – আর নয় অধিকাংশ লোক (মেনে নিতে প্রস্তুত), وَلَوْ – যদিও, حَرَصْتَ – তুমি চাও, بِمُؤْمِنِيْنَ – ঈমানদার হবে, وَمَا تَسْئَلُهُمْ – আর তুমি চাও না (তাদের

www.pathagar.com

নিকট) عَلَيْهِمْ مِّنْ اَجْرٍ – তাদের নিকট কোন মজুরী, اِنْ هُوَ – এটা নয়, اِلَّا ذِكْرٌ – উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু, لِّلْعٰلَمِيْنَ – জগৎবাসীদের জন্য, وَكَاَيِّنْ – আর কতই না, مِّنْ اٰيَةٍ – নিদর্শনাবলি, فِى – মধ্যে, السَّمٰوٰتِ – আকাশে, وَالْاَرْضِ – এবং পৃথিবীতে, يَمُرُّوْنَ – পথ চলে থাকে, عَلَيْهَا – তার (পৃথিবীর উপর) দিয়ে, وَهُمْ – অথচ তারা, عَنْهَا – তার থেকে, مُعْرِضُوْنَ – মুখ ফিরিয়ে রাখে বা তার দিকে একটুও লক্ষ্য করে না, وَمَا يُؤْمِنُ – আর ঈমান আনে না, اَكْثَرُهُمْ – তাদের অধিকাংশ, بِاللّٰهِ – আল্লাহর প্রতি, اِلَّا – ব্যতীত, وَهُمْ – এই অবস্থায় যে তারা,, مُّشْرِكُوْنَ – অন্যকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহওয়ালা লোকদের জন্যে রাজনীতি হারাম। আমাকেই অনেকে বলেছেন, আপনি একজন আল্লাহওয়ালা লোক, আপনার মুখে রাজনৈতিক কথা শুনবো এটা আমরা পূর্বে কোনোদিন আশা করিনি।

কোনো কোনো মুহাক্কেক পীর-বুজর্গ আমাদের বাল্যজীবনে বলতেন, ঈমানদার লোকদের জন্যে রাজনীতি হারাম।

এছাড়া সমাজে এখনও এমন ওয়াজ চালু আছে যে, হযরত ইবরাহিম আদ্‌হাম রাজসিংহাসনে আসীন থেকে মুরীদ হতে চাইলে পীর সাহেব বললেন—'একসঙ্গে দুটো জিনিস হাসিল করা যায় না। অর্থাৎ দুনিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকবে, আবার মুরীদ হয়ে আল্লাহকে পেতে চাইবে, এ দুটো বিপরীতমুখী জিনিস একসঙ্গে হাসিল করা যায় না। তুমি রাজসিংহাসন ছেড়ে আসো তারপর মুরীদ করবো।'

শেষ পর্যন্ত তিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে দিয়ে মুরীদ হলেন এবং শেষ জীবনে আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে বনে-জঙ্গলে বাস করতে থাকলেন এবং কাঠ কেটে তা বিক্রি করে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

এসব ওয়াজের দ্বারা এ পর্যন্ত এ উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

১. আল্লাহকে পেতে হলে রাজসিংহাসন ছাড়তে হবে।

কিন্তু কোনো নবী-রাসূলকে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য রাজসিংহাসন ছাড়তে হলো না–তা আমরা একবারও চিন্তা করে দেখলাম না।

২. আল্লাহওয়ালা লোক রাজসিংহাসনে বসে কখনও আল্লাহকে পেতে পারবে না এবং বেহেশতিও হতে পারবে না।

কিন্তু নবীগণ পারলেন কি করে?

৩. ঈমানদার লোকদের জন্য রাজনীতি করা হারাম।

কিন্তু যা হারাম তা তো সকলের জন্যই হারাম–এ কথাটাও আমরা চিন্তা করলাম না। এইসব ওয়াজের দ্বারা প্রকারান্তরে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে,

১. আল্লাহওয়ালা লোকেরা রাজসিংহাসন ছেড়ে দাও।

কিন্তু রাজসিংহাসন তো আর শূন্য থাকবে না, সেখানে কেউ না কেউ বসবেই। কিন্তু কে বসবে? আল্লাহওয়ালা লোক তো বসতে পারবে না। তাহলে আল্লাহওয়ালা লোক বাদ দিলে বাকি থাকে শয়তানওয়ালা লোক। সুতরাং রাজসিংহাসনে শয়তানওয়ালা লোক বসে তিনি তার রাজ্যের লোকদের শয়তানের পথে চালাবে আর আল্লাহওয়ালা লোকেরা (হযরত ইবরাহিম আদহামসহ) শয়তানের আইন মেনে চলবে। তাতেই আল্লাহ খুশি হয়ে তাদেরকে আল্লাহর বেহেশত দিয়ে দিবেন। এই তালীমই এখনও মুসলমানদের দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, যদি কুরআনের কথা আর ওয়াজের কথা দুই ধরনের হয় তবে মানুষ শুনবে কার কথা? কুরআনের কথা, নাকি ওয়াজের কথা?

এর জবাবে প্রত্যেকেই বলবেন—'মানুষ কুরআনের কথাই শুনবে বা মানবে।'

এবার দেখুন কুরআন কি বলে। এখানে তো দেখলেনই যে, হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহকে বলেছেন—'হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছো ....।'

www.pathagar.com

তাহলে কুরআন থেকে কি প্রমাণ হলো না যে, আল্লাহর নবী হয়েও তিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন এবং আল্লাহর প্রায় সব নবীই ছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী। হযরত দাউদ (আ) রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে নবী ও রাসূল থাকতে পারলেন, হযরত সোলায়মান (আ) রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে নবী থাকতে পারলেন, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) একটানা ২৩ বছর জিহাদ-সংগ্রাম করে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে আল্লাহওয়ালা থাকতে পারলেন, কিন্তু ইবরাহিম আদহামের দোষটা কি হলো?

দোষ আর কিছুই না। দোষ মাত্র একটাই যে, তাঁরা অন্যায় কাজে বাধা দেয়, হারাম উপার্জনে বাধা দেয়, যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে সমাজকে কলুষমুক্ত রেখে লোকদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও বেহেশতি মানুষ বানাতে চায়–যা পরকালে অবিশ্বাসীরা সহ্য করতে পারে না। কারণ তারা তো লাগামহীনভাবে দুনিয়ায় চলতে চায়। এই জন্য তারা সুকৌশলে এইসব ওয়াজ নিজেরা তৈরি করে মুসলমানদের মধ্যে ছড়ায়। আর নিরীহ মুসলমানদের আল্লাহপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। এ ব্যাপারে যতদিন মুসলমানরা সজাগ হতে পারেনি ততদিন পর্যন্ত দোযখীরা সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে নিরীহ লোকদের উপর জুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছে।

অন্যদিকে আজ মুসলমানদের সচেতন হতে দেখে, আলজেরিয়ায় মুসলমানদের বিজয় দেখে, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে ইসলামী আন্দোলন দেখে আর ইসলামপন্থীদের ভোটে পাস করতে দেখে, তাদের দল ক্রমান্বয়ে ভারি হতে দেখে, ইরানে ইসলামী বিপ্লব ও বিপ্লবী সরকারের ৯ বছর যুদ্ধের পরও টিকে যাওয়া দেখে বর্তমানে আর অমৌলবাদীরা বিভক্ত নেই। মৌলবাদ ঠেকানোর জন্য তারা আজ এক প্ল্যাটফর্মে এসে মিলিত হয়েছে।

আমি বুঝি না, এরচেয়ে আশ্চর্য হওয়ার মতো আর কি থাকতে পারে যে, যেখানে খোদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে সভার কাজ শুরু করিয়ে দিচ্ছেন সেই সভাতেই ভারতীয় নাগরিক প্রস্তাব দিচ্ছেন —'আসুন আবার আমরা অমৌলবাদী অখণ্ড ভারত গড়ে তুলি, নইলে মৌলবাদীরা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাদের ঠেকানো যাবে না।'

www.pathagar.com

কেউ কেউ যেন ভাবছেন যে, দেশ বাঁচানোর চেয়ে মৌলবাদী ঠেকানোর কাজটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। পড়ে দেখুন ২৯/২/৯২ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা। এ খবরটি যেহেতু বাংলাদেশের একটা বালক-বালিকারও অজানা নেই তাই পেপারের কাটিংটা দিলাম না।

লক্ষ্য করুন, আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে বসে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে যখন এ ধরনের বক্তৃতা আসতে পারে সেখানে আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কিছু কি নেই? অবশ্যই আছে। কি আছে তা এবার লক্ষ্য করুন।

আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ) আল্লাহকে বলেছেন—'হে আমার রব! তুমি আমাকে কিছু বিশেষ জ্ঞান দিয়েছো (যে জ্ঞান থেকে ইসলাম বিরোধীরা এবং আল্লাহর খাস লোক ছাড়া সবাই চিরকালই মাহরূম থাকবে)।'

তিনি বলেছেন—'হে আসমান-জমিনের স্রষ্টা! তুমি আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক এবং তুমিই আমার বন্ধু। তুমি আমাকে রক্ষাকারী। হে আল্লাহ, তুমি যদি আমার পৃষ্ঠপোষক থাকো তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আমাকে পরাভূত করতে পারে। আর হে আল্লাহ, আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেন কোনো অপশক্তি, কোনো অমৌলবাদী ঝড়ে আমি হেলে-দুলে না পড়ি এবং জেল-জুলুমের অত্যাচারও যেন ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে পারি; আর যখন দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটবে তখন যেন তোমার অনুগত থেকেই মৃত্যু বরণ করতে পারি।'

আল্লাহর একজন নবীও ইসলামের উপরে টিকে থাকার কারণে জেল-জুলুম ভোগ করেছেন। সুতরাং আমরা ইসলামের ওপরে টিকে থাকতে চাইলে আমাদের ওপর জেল-জুলুম আসবে না তা হতেই পারে না। আর বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের বহু নবীকেই শহীদ হতে হয়েছে। কাজেই যে শাহাদাত নবীগণের উপর এসেছিল তা যে আমাদের উপর আসবে না তা নয়। আসতেই পারে। পারে বলেই তো আসছে আলজেরিয়ার ইসলামপন্থীদের ওপর। আসতে পারে বলেই তো ইরানের কত মুজাহিদ ও নিষ্পাপ শিশুদেরকে পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে। আফগানিস্তানের ১৩ লাখ মুসলমানকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। এইভাবে লেবাননসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ হাজার হাজার

www.pathagar.com

মুসলমানদের মনের দাবি যে, হে আল্লাহ! তুমি 'তাওয়াক্কানি মুসলিমান' আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটাও মুসলমান হিসেবে। তাই তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছে শাহাদত বরণের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে।

এই মুনাজাত আমাদের দেশের মুসলমানদেরও হতে হবে যে, আজ যে মুহূর্তে চারিদিক থেকে এমনকি ভিতর ও বাহির থেকে হামলা আসছে একযোগে, তখন মুসলমান হিসেবে টিকে থাকার জন্য যেমন একদিকে নিজেকে সর্বক্ষণ শাহাদাত বরণের জন্য তৈরি রাখতে হবে, তেমনি আল্লাহর নিকটও হরহামেশা মুনাজাত করতে হবে –'তাওয়াক্কানি মুসললিমান ওয়া আল্হেকনি বিস্ সালেহীন।'

হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই কাহিনী আল্লাহ যদি অহী নাযিল করে না বলতেন তাহলে এই শিক্ষা আমরা পেতাম কি করে? তা আল্লাহ রাসূল (সা)-কে বলছেন, তুমি তো তখন স্বচক্ষে দেখোনি, অতএব অহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিলাম যেন তোমার উম্মতগণ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন একজোট হয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তাদের তো ধারণা ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)-কে কুয়ায় ফেলে মেরে ফেলবে! কিন্তু ইউসুফকে বাদশাহীর আসন পর্যন্ত পৌঁছার প্রথম সিঁড়িতে যে তারা (কুয়ায় ফেলে) দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছে তা কি তারা টের পেয়েছে?

তা তারা টের পায়নি। তারা ভেবেছে–' আমাদের বড় শত্রুকে আমরা চিরদিনের জন্য শেষ করে দিয়ে গেলাম।'

কিন্তু আল্লাহ তাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিলেন। এভাবেই ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত বারবার আল্লাহ বানচাল করে দিয়েছেন।

ইসলামপন্থীরা সব সময়ই চায় যে, সবাই ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে এসে যাক এবং সবাই দোযখের হাত থেকে বাঁচুক। তাই তারা হাজারো জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করেও লোকদেরকে বেহেশতের পথে আনতে চায়। কিন্তু আল্লাহ বলছেন—'তুমি চাইলে কি হবে, তারা তোমার কথা শুনবে না বরং তারা মনে করে যে, যদি দুনিয়ায় একটাও ইসলামপন্থী না থাকতো তাহলে তাদের নিকট ভালো হতো।'

www.pathagar.com

তারা একথা বোঝে না যে, আমরা কাকে অস্বীকার করছি। তারা দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। আসমানে কত কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে।

অ্যাস্ট্রোনোমারদের অনুমান অনুযায়ী ১-এর পরে ২২টা শূন্য (০) দিলে যত হয় কমপক্ষে ততগুলি নক্ষত্র আকাশে আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার প্রত্যেকটি হচ্ছে এক একটা সূর্য। তার মধ্যে বর্তমানে একটা সূর্য (তারকা) আবিষ্কার হয়েছে যার নাম দেয়া হয়েছে 'আদ্রা'। সেটা নাকি এত বড় যে, আমাদের এই সূর্যের মতো (যা পৃথিবী থেকে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়) এমন সূর্য 'আদ্রা' নামক তারকার গায়ের উপর ৯ লাখ সূর্য একটার পাশে আরেকটা বসিয়ে রাখা যায়। আর একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব এত বেশি যে, তার প্রতিটি সূর্যের (যাকে আমরা বলি তারকা) আলোর জগৎ থেকে অন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী আরেকটা সূর্যকে (তারকাকে) দেখা যায় একটা তারকার মতো এত ছোট। তার প্রত্যেক ১০টা তারকার মধ্যে যদি একটা তারকারও গ্রহ-উপগ্রহ থাকে তাহলে কমপক্ষে ১-এর পরে ২১টা শূন্য (০) দিয়ে যত সংখ্যা হয় ততটা তারকার গ্রহ-উপগ্রহ আছে। সেইসব গ্রহের যদি ২/১টা গ্রহও আমাদের পৃথিবীর মতো হয় তাহলে কমপক্ষে আমরা আকাশে যতগুলি তারকা দেখি প্রায় ততগুলি পৃথিবী রয়েছে এই মহাশূন্যের মধ্যে–যার মাত্র ১টার সন্ধান আমরা রাখি অর্থাৎ যেটায় আমরা বাস করি।

আর পৃথিবীকে আল্লাহ কিভাবে তৈরি করেছেন তা-ও চিন্তা করার জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পৃথিবীর উপর দিয়ে তোমরা চলাফেরা করো তাকে এমন করা হয়েছে যে, পৃথিবী নিজেই একটা মস্তবড় চুম্বক বল। তার যে পাশেই মানুষ থাকুক না কেন, এই বিরাট চুম্বক বল তাকে পৃথিবীর নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখে। যার কারণে গোলাকার পৃথিবীর যেখানেই যে থাকুক না কেন, পৃথিবীর দিকটাই তার কাছে নিচের দিক মনে হয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দিকই ফাঁকা। অর্থাৎ চাঁদটা রয়েছে যেমন মহাফাঁকার মধ্যে তেমনি আমাদের এ পৃথিবীটাও রয়েছে এক মহাফাঁকার মধ্যে।

আর আল্লাহর তৈরি সেই পৃথিবীর গায়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করবে আর আল্লাহকেই করবে অস্বীকার। এতসব যুক্তি দিয়ে আল্লাহর নিজের

www.pathagar.com

পরিচয় দেয়ার পরও কিছু মানুষ এমন থাকে যে, এ বিষয়ের ইল্‌ম অর্জন ছাড়াই আল্লাহর দুনিয়ায় লাগামহীনভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

এদের কিছু লোক আবার আল্লাহকে মানেও, কিন্তু মানে এমন অবস্থায় যে, একদিকে সে আল্লাহকে মানে অন্যদিকে সে মুশরিকই থেকে যায়।

এখন প্রশ্ন, আল্লাহকে মানার পর সে কী করে মুশরিক থেকে যায়? এটাই আমার মূল আলোচ্য বিষয়–যা বলার পূর্বেই আল্লাহ যেমন পূর্বে কিছু আনুসঙ্গিক কথা বলে নিয়েছেন সেইরূপ আল-কুরআন থেকে এই মূল বিষয়টা বুঝানোর জন্যে আনুসঙ্গিক কিছু কথা আল্লাহর ভাষা দিয়েই বলে নিলাম। এখন শুনুন মুমিন কি করে মুশরিক হয়।

মুমিন কী করে মুশকির হয়

আল্লাহ বলেছেন—'ওয়ামা ইয়ুমিনু আকছারু হুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন।'

অর্থ ঃ তাদের অধিকাংশ লোক এমন অবস্থায় ঈমান আনে যে, তারা অন্যকে আল্লাহর সঙ্গে শরীকও করে।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ লোক একদিকে আল্লাহকেও বিশ্বাস করে অন্যদিকে শেরেকী কাজও করে। আর এ কথা যেহেতু আল্লাহ বলেছেন সেহেতু এর মধ্যে কোনো 'যদি' নেই। এটা অবশ্যই সত্যি যে, ঈমানদারদের একটা বড় অংশ মুশরিক। তা সত্যি না হলে আল্লাহ কেন বললেন যে, অধিকাংশ ঈমানদারই ঈমানও আনে এবং মুশরিকও থাকে!

এখন আমাদের জানা দরকার যে, কোন্ কাজে শেরেকী হয়। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যারা সত্যিকার অর্থে বোঝেন যে কোন্ কোন্ কাজ করলে শেরেকী হয়। এটাই আমি বুঝাতে চেষ্টা করবো যে, কিসে কিসে শেরেকী হয় এবং মুমিন এমন কোন্ কাজ করে যা করলে শেরেকী হয়।

সহজ কথায় বলা হয়, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করলেই শেরেকী হয়। কিন্তু অংশীদার করা এক ধরনের নয়, তা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ

www.pathagar.com

১, আল্লাহর জাতের সঙ্গে কাউকে শরীক করা। এ ধরনের শেরেকী কোনো মুসলমানই করে না।

২. আল্লাহর গুণের সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা। যেমন খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, পরকালের নাযাতের মালিক হযরত ঈসা (আ) অথচ ঈসা (আ) কখনও বলেননি যে, আমি নাযাতের মালিক।

নাযাতের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। সুতরাং কেউ উক্ত ধারণা পোষণ করলে ঈসা (আ)-কে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়।

এছাড়া কেউ যদি মনে করেন অমুক পীর বা ফকীর যদি গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তবে গ্রাম থেকে কলেরা রোগ উঠে যাবে। এখানেও 'শাফিউল আসরাজ' বা রোগ থেকে মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ। এই ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যেই নেই। সেখানে মানুষকে রোগ মুক্তিদাতা, রোগ আরোগ্যকর্তা হিসেবে মানলেও শেরেকী হয়। এ ধরনের শেরেকী মুসলমানরাও করে এবং তা করে ব্যাপক সংখ্যক লোকে। তা না হলে এই সংখ্যাকে আল্লাহ 'আকছার' শব্দ দ্বারা অবশ্যই বলতেন না। এদের কথা বললে 'কালিল' শব্দ হয়ত ব্যবহাব করতেন। কিন্তু তা না বলে বলেছেন 'আকছার' বা অধিকাংশ লোক।

৩. আল্লাহ আসমান ও এর মধ্যকার সবকিছু বা গোটা মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তার সৃষ্টির উপর তার একটা অধিকার রয়েছে। এই অধিকারে কাউকে অংশ দিলে সেটাতেও হয় শেরেকী।

এই শেরেকীটা অধিকাংশ ঈমানদারই করে থাকে এবং এটা অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে হবে। নইলে তা গ্রহণযোগ্য কথা হবে না। তাই উদাহরণ দিয়েই বলি।

চিন্তার বিষয়

যে লোক একটা মেশিন তৈরি করে, সে মেশিন কিভাবে চালাতে হবে তা বলে দেয়ার অধিকার একমাত্র তারই আছে।

ঠিক তেমনি যিনি চাঁদ-সূর্য তৈরি করেছেন তাঁরই একমাত্র অধিকার আছে এটা ঠিক করে দেয়া যে, ঐ চাঁদ-সূর্যের কোন্‌টার অবস্থান পৃথিবী থেকে কত দূরে থাকবে।

www.pathagar.com

একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে চান্দ্র বছর ও সৌর বছর-এর মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান থাকতে হবে।

একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে এটা ঠিক করে দেয়ার যে, জোয়ার-ভাটা কোন্ নিয়মে হবে।

একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে ঋতু পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না এবং তা থাকলে কোন্ এলাকায় এই ঋতুর পরিবর্তন কিভাবে করতে হবে।

একমাত্রই তাঁরই অধিকার আছে যে, সূর্যকে পৌষ মাসে পৃথিবী থেকে কত দূরে থাকতে হবে এবং আষাঢ় মাসে পৃথিবী থেকে কত দূরে থাকতে হবে তা ঠিক করে দেয়ার।

যে আল্লাহ আকাশে অগণিত তারকা সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে এটা ঠিক করে দেয়া যে, একটা তারকা থেকে অন্য তারকার দূরত্ব কত থাকতে হবে এবং কোন্ তারকার কয়টা করে গ্রহ-উপগ্রহ থাকতে হবে। চিন্তা করুন, এসব অধিকার কি আর কারো থাকতে পারে?

চিন্তা করুন, যে আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে এটা ঠিক করে দেয়া যে, পৃথিবীতে কি পরিমাণ মাটি থাকবে বা স্থল ভাগ থাকবে আর কি পরিমাণ পানি থাকবে।

একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে কি পরিমাণ লোনা পানি ও কি পরিমাণ মিঠা থাকতে হবে।

একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে এটা ঠিক করে দেয়া যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন্ এলাকায় কোন্ জিনিস কি পরিমাণ সৃষ্টি করতে হবে।

যে আল্লাহ এই পৃথিবীতে (পানিতে ও স্থলে) যত ধরনের জীব সৃষ্টি করেছেন তা টিকবে কি করে তার ব্যবস্থাপনা ঠিক করে দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে।

আল্লাহ সব ধরনের সৃষ্টির মধ্যেই এমনকি গাছপালার মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রী জাতি সৃষ্টি করেছেন। তাদের প্রজননের মাধ্যমে কি করে তাদের বংশ রক্ষা হবে তার যাবতীয় সুনিপুণ ব্যবস্থা করার অধিকার তাঁরই আছে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং

www.pathagar.com

তাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য কি ধরনের ব্যবস্থাপনা করা দরকার তা ঠিক করে দেয়ার অধিকার তাঁরই আছে যিনি তা সৃষ্টি করেছেন।

এটা বুঝার ক্ষমতা কি কোনো মানুষেরই আছে যে, কিভাবে এবং কেমন সুকৌশলে মানবসহ সমস্ত প্রাণীকুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর ব্যবস্থা কত বিজ্ঞোচিত?

একজন পুরুষ লোক কিসের টানে তার সারাজীবনের যাবতীয় মেহনত, কষ্টার্জিত অর্থ সবকিছু ব্যয় করে একজন স্ত্রীকে পোষে, তার সবকিছুর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তার ছেলে-মেয়েদের পিছনে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে তাদের মানুষ করে? এই ধরনের টান কিসে সৃষ্টি হবে তার ব্যবস্থা করে দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কার থাকতে পারে? থাকতে পারে একমাত্র তাঁরই যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

একজন মা কিসের টানে প্রসববেদনা সহ্য করার ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং মেথরনী সেজে তার সন্তানদের পায়খানা-পেশাব সাফ করে তাদের মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে?

খানা তৈরি করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কি আর কারো আছে? তা থাকতেই পারে না।

এই মানব জাতির জীবন যাপন ব্যবস্থা কেমন হবে, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হবে, তার রাষ্ট্রীয় আইন কেমন হবে–এর যাবতীয় আইন তৈরি করে দেয়ার অধিকার কার থাকতে হবে? এ অধিকার কি কোনো মানুষের থাকতে পারে? তা কস্মিনকালেও থাকতে পারে না। আল্লাহর এ অধিকারে যারা অন্যকে অংশ দেয় তারা মুশরিক। কারণ তারা আল্লাহর অধিকারে ভোটের মাধ্যমে অন্যকে অংশ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

একবার নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো এইভাবে আল্লাহর অধিকার মানব সমাজের রাষ্ট্রীয় আইন তৈরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ঈমানদার কি অন্যকে অংশ দিচ্ছে না? আল্লাহর এই অধিকারে যারা অন্যকে অংশ দেয় তারা যে চেহারার এবং যে পোশাকেরই লোক হোক না কেন, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মুশরিক। এই জন্যই আল্লাহর বলেছেন ঃ

وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ـ

www.pathagar.com

অর্থ ঃ অধিকাংশ লোক এমন অবস্থায় ঈমান আনে যে সে অন্যকেও আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে।

এইবার মনের গোঁড়ামী ধুয়ে-মুছে ফেলে নিরপেক্ষ মন নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন যে, কেন আল্লাহ বললেন—'অধিকাংশ ঈমানদার এমন অবস্থায় ঈমান আনে যে সে অন্যকে আল্লাহর সঙ্গে শরীকও করে।'

অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে আইন তৈরি করার পূর্ণ অধিকার যেমন আল্লাহর তেমনি আল্লাহর সৃষ্ট মানব জাতির রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন কেমন হতে হবে তা তৈরি করে দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। এই অধিকারে অন্যকে অংশ দিচ্ছে না, এমন ঈমানদার পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কয়জনকে খুঁজে পাবেন? কারণ যারা রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করার জন্য আইন পরিষদের সেইসব প্রার্থীদের ভোট দেয় যারা আল্লাহর রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করার অধিকারে নিজেদেরকে অংশীদার বানায়।

সুতরাং যারাই আইন পরিষদে গিয়ে আল্লাহর আইন বাতিল করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো আইন তৈরি করে নেয় তারাই আল্লাহর অধিকারে নিজেরা অংশীদার হয়। ফলে যারা আল্লাহর আইন কায়েমের পরিবর্তে নিজেদের খেয়াল-খুশি মুতাবিক আইন তৈরি করার কথা বলে ভোট চায় তারাও মুশরিক এবং তাদের যারা ভোট দেয়া তারাও মুশরিক।

এবার চিন্তা করুন, যারা আল্লাহ উপর ঈমান এনে এইভাবে আল্লাহর অধিকারে অন্যকে অংশীদার করে তারা মুসলিম সমাজে কি অল্প সংখ্যক নাকি অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ?

তাই যদি না হয় তবে আল্লাহ যে বলছেন—'ওয়ামা ইয়ুমিনু আকছারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন' অর্থাৎ অধিকাংশ লোক এমনভাবে ঈমান আনে যে একদিকে তারা ঈমান আনে অন্যদিকে তারা মুশরিকও– এটা কি আল্লাহ বেঠিক বলেছেন?

বলেছেন ঠিক-ই, কিন্তু মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্য যে, আমরা বহুকিছু বুঝার চেষ্টা করি, কিন্তু চেষ্টা করি না শুধু আল্লাহর কথাকে বুঝার। এ বুঝার চেষ্টা এবং বুঝানোর চেষ্টা যদি কায়েম থাকতো তাহলে আমরা

www.pathagar.com

নামায-রোযা করে, হজ্জ করে, যাকাত দিয়ে অনেক নেক কাজ করেও আমরা মুশরিক হতাম না। সেইসাথে এসব নেক আমলগুলি সব নষ্ট করে দিয়ে চির জাহান্নামের পথ ধরতাম না।

সম্প্রতি বগুড়ার 'করতোয়া' নামক এক দৈনিকে এক প্রফেসর সাহেব একটা কথা লিখে খুব বাহাবা কুড়িয়েছেন। অবশ্য এই বাহাবাটা তিনি ইসলামপন্থীদের নিকট থেকে পাননি, পেয়েছেন ইসলামকে যারা অমান্য করে তাদের কাছ থেকে। তিনি যদি বুঝতেন যে, তিনি তার নিজের কথার দ্বারা নিজেই ধরা পড়ে যাচ্ছেন তাহলে তিনি লিখতেও লজ্জা পেতেন এবং তা খবরের কাগজেও ছাপা হতো না।

তিনি লিখেছেন—'শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল, কিন্তু কুরআন পরিবর্তনশীল নয়। সুতরাং তা কি করে শাসনতন্ত্র হতে পারে?'

অর্থাৎ শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তনশীল হতে হবে আর যা পরিবর্তনশীল নয়, তা কি করে একটি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হতে পারে?

বাঃ! কত বড় চমৎকার যুক্তি। তার যুক্তিটা কেমন তা আমি কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরছি।

ধরে নিন একজন লোকের বয়স ৮০ বছর হয়ে গেছে, তিনি বড় মামলাবাজ। তিনি বহু মামলা করে উকিলদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা নিজের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিয়েছেন যে, যিনিই যুক্তির দ্বারা সত্যকে 'মিথ্যা' বানাতে পারে এবং মিথ্যাকে 'সত্য' বানাতে পারে তিনিই উকিল হতে পারেন।

অর্থাৎ তার বদ্ধমূল বিশ্বাস উকিলদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, সত্যকে মিথ্যা বানানো আর মিথ্যাকে সত্য বানানো। এরপর যদি তার ৮০ বছর বয়সে প্রথম শোনেন যে, 'বারে' এমন একজন নতুন উকিল এসেছেন যিনি সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করতে পারেন না বা করেন না, তবে ঐ ৮০ বছরে বৃদ্ধ মামলাবাজ অবশ্যই তার ধারণা মুতাবিক মন্তব্য করতে পারে যে, উকিলের বৈশিষ্ট্যই হলো সত্যকে 'মিথ্যা' এবং মিথ্যাকে 'সত্য' বানানো। আর এ কাজ যে ব্যক্তি পারেন না সে লোক কি করে উকিল হতে পারে? সে কোনোভাবেই উকিল হতে পারে না। 'কুরআন যে শাসনতন্ত্র হতে পারে না' এটা হলো এই ধরনের একটি মন্তব্য।

www.pathagar.com

বলে ফেলেন এবং 'মন্দ' বলতে গিয়ে 'ভালো' বলে ফেলেন অথচ তা তারা টেরই পান না। ঠিক তেমন-ই জনাব প্রফেসর সাহেব টেরই পাননি সংবিধান সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে আসলে তিনি কি স্বীকার করলেন।

তিনি স্বীকার করলেন যে, মানুষ যেহেতু সর্বজ্ঞানী নয় অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাই মানুষ যে সংবিধান তৈরি করে তার মধ্যে অনেক ভুলত্রুটি থেকে যায়। সুতরাং মানব-রচিত সংবিধানের ভুল যখন প্রমাণ হয় তখন তার পরিবর্তন করতেই হয়। কিন্তু আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সুতরাং তাঁর তৈরি সংবিধানে কোনোদিনও ভুল হবে না এবং তা কোনোদিন পরিবর্তনও করা লাগবে না।

তিনি মানুষকে বুঝাতে চাইলেন কি আর বুঝালেন কি তা কি তিনি টের পেয়েছেন? না, তা তিনি তা টের পাননি। বরং তিনি তার কথার দ্বারাই স্বীকার করলেন যে, সত্যকে 'মিথ্যা' ও মিথ্যাকে 'সত্য' বানানো এটা উকিলের কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। এটা হচ্ছে মিথ্যার রাজা গোয়েবলসের শিষ্যদের বৈশিষ্ট্য। এখন বর্তমান জামানার অধিকাংশ উকিল যদি সত্যকে 'মিথ্যা' এবং মিথ্যাকে 'সত্য' বানানোর কাজে লিপ্ত থাকেন তাহলে এই কারণেই কি তা উকিলদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে?

তা যেমন পারে না তেমনি জ্ঞানের দিক থেকে যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তাদের তৈরি শাসনতন্ত্রে ভুল ধরা পড়বেই এবং তা সংশোধন করা লাগবেই। তাই বলে কি ভুল ধরা পড়াটাইকে শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিতে হবে? নাকি ভুল সংশোধন কেন করতে হয় তার কারণটা দেখতে হবে।

'শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল'– এর অর্থই হলো তা এমন লোকদের দ্বারা তৈরি করা যারা জ্ঞানের দিক থেকে অনেক অনেক খাটো বলে নির্ভুল শাসনতন্ত্র তারা তৈরি করতেই পারে না। আর যার তৈরি শাসনতন্ত্র নির্ভুল সেটা এমন সত্তার দ্বারা তৈরি যার জ্ঞানের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই, সুতরাং তা নির্ভুল। এই কারণেই তা পরিবর্তনশীল নয়। যেমন আল্লাহর তৈরি আইন, ঋতুর পরিবর্তন ও জোয়ার-ভাটার পরিবর্তন থেকে শুরু করে আল্লাহর সৃষ্ট জগতের মধ্যে এমন কোনো কিছুই মানুষ পাবে না যে,

www.pathagar.com

এছাড়াও কিছু লোক আছে যারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে সে একটা লোকের প্রশংসা করছে, কিন্তু প্রশংসার কথার মধ্যে তাকে দোষী হিসেবে প্রমাণ করা হয় তা তারা টের পায় না। যেমন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের এলাকায় ছিলেন একজন দারোগা সাহেব (এটা কোনো কল্পিত কথা নয়, বাস্তব সত্য)।

একদিন দারোগা সাহেবের বাড়িতে আসলেন এক এস.পি সাহেব। তখন গ্রামের গণ্যমান্য লোক গিয়ে এস.পি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের মধ্যে একজন লোক দারোগা সাহেবের খুব প্রশংসা করা শুরু করলেন। তিনি একাধারে বলতে লাগলেন—'দারোগা সাহেব খুব ভালো লোক, তার মতো ভালো লোক আর হয় না। তিনি গরীবদের খুব সাহায্য করেন। কেউ কোনো সাহায্য চাইলে কাউকেই তিনি খালি হাতে ফেরান না। তার বাড়িতে মেহমান সব সময় লেগেই আছে। প্রতিদিন তিনি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করেন। তারপরেও দেখুন তিনি গ্রামের মধ্যে কত সুন্দর একটা দালান বানিয়ে ফেলেছেন। এর আগে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আমরা কোনো দালান বাড়ি দেখিইনি।'

বলতে বলতে এক পর্যায়ে তিনি বললেন—'দারোগা সাহেব যা বেতন পান তাতে তো তার সিগারেটের খরচই হয় না। তার উপরি আয় কত! মাসে হাজার হাজার টাকার কম নয় তার উপরি আয়।'

উক্ত ব্যক্তি এসবই বলছেন প্রশংসার কথা। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে তিনি দারোগা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরলেন যে, সে মস্তবড় ঘুষখোর। ঘুষ খেয়ে মাসে হাজার হাজার টাকা কামাই করে দারোগা সাহেব দালান বানিয়েছেন। বাড়িতে মেহমানখানা করেছেন, মাঠ ভরা তার জায়গা-জমি। তিনি বড় দানশীল ইত্যাদি ইত্যাদি।

যিনি এভাবে দারোগা সাহেবের প্রশংসা করছিলেন তিনি আসলেই বুঝতে পারেননি যে, তিনি কি আসলেই তার প্রশংসা করছেন না তাকে ঘুষখোর বলে অভিযুক্ত করছেন এবং তিনি যে ঘুষখোর তার প্রমাণ হিসেবে তার দালানবাড়ি স্বচক্ষে এস.পি সাহেবকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এই ধরনেরই কিছু লোক সমাজে আছে এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আছে যারা কিছু জিনিসকে 'ভালো' বলতে গিয়ে জ্ঞানের অগোচরে 'মন্দ

www.pathagar.com

আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ!) অমুক নিয়মটা ভুল করে ফেলেছিলেন, তাই আমাদের তা সংশোধন করে নিতে হয়েছিল।

সেহেতু জনাব প্রফেসর সাহেব প্রকারান্তরে অনৈইসলামী দলের স্বপক্ষে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে যুক্তি হাজির করলেন, সেই যুক্তির দ্বারাই তিনি বুঝালেন, যা পরিবর্তনশীল তা আজ মনে হবে ভালো আর কালই প্রমাণ হবে তা মন্দ। সুতরাং আজ যা তৈরি হবে আগামীকাল তার ভুল ধরা পড়বেই। অতএব এইসব ভুল শাসনতন্ত্র পরিত্যাগ করো এবং যা নির্ভুল শাসনতন্ত্র (কুরআন) তাকেই তোমরা গ্রহণ করো।

এরপর আরো বাহাবা নিয়েছেন আরেকটা যুক্তি দিয়ে, তা হচ্ছে এই যে, জামায়াত-শিবিরের লোকেরা বলে—'রাসূল (সা) আমাদের নেতা।'এই কথার প্রতিবাদ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যিনি দুনিয়াতে বেঁচে নেই তিনি কি করে নেতা হতে পারেন?

এর জবাব, তিনি যদি সত্যিই শিক্ষিত এবং জ্ঞানী লোক হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই জানেন যে, তার দাবি আসলেই নিরীহ লোকদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলার এক অপচেষ্টা মাত্র।

এখন আমি যদি জিজ্ঞাসা করি ঃ

১. যারা শেখ মুজিবকে এখনও নেতা বলে মানে তাদের শেখ মুজিব কি বেঁচে আছেন?

২. যারা মাওসেতুংকে নেতা বলে মানে, তাদের নেতা কি বেঁচে আছে?

৩. যারা লেলিনকে নেতা বলে মানে তাদের নেতা কি বেঁচে আছে?

তাদের নেতা মরে ভূত হয়ে যাওয়ার পরও যদি তারা তাদের নেতা হয়ে থাকতে পারে তবে রাসূল (সা) কেন নেতা থাকতে পারবেন না? তাদেরও যেমন নেতা বেঁচে নেই কিন্তু নেতার নীতি বই-পুস্তকে বেঁচে আছে ঠিক তেমনি জামায়াত-শিবির তথা প্রত্যেকটি মুসলমান মুত্তাকীনদের নেতা, যাকে কালেমার মধ্যে স্বীকার করি 'ইমামুল মুত্তাকীন' বা মুত্তাকীনদের নেতা বলে, যিনি তাঁর রেখে যাওয়া হাদীসের মাধ্যমে বেঁচে আছেন তিনি কোন্ যুক্তিতে নেতা হতে পারবেন না? এটা হলো বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো যুক্তি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিস্টরা অমুসলিম

আমরা মুসলমানগণ যেমন একটা কালেমা পড়ে মুসলমান হই, সেই কালেমার অর্থ মনে-প্রাণে মেনে নেই বা বিশ্বাস করি এবং বাস্তব জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কালেমার মূল শিক্ষাকে কর্মক্ষেত্রে মেনে চলি ঠিক তেমন-ই কমিউনিস্টদের একটা কালেমা আছে–যে কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউই কমিউনিস্ট হতে পারে না এবং তারা তাদের কালেমা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জীবন যাপন করে।

মুসলমানদের কালেমা তো সবার-ই জানা আছে। কিন্তু যারা কমিউনিস্টদের কালেমা জানেন না তারা জেনে নিন ওদের কালেমাটা কি। তবে আমাদের কালেমা আরবী ভাষায় আর ওদের কালেমা ইংরেজি ভাষায়। ওদের কালেমা হচ্ছে ঃ There is no God. the idia of God must be distrait.

অর্থাৎ "আল্লাহ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভুল ধারণা আছে তা একদিন না একদিন মন থেকে ধুয়ে-মুছে যাবেই।"

এই হচ্ছে তাদের কালেমা, আর এই হচ্ছে তাদের বিশ্বাস। আর যতক্ষণ তারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে না ততক্ষণ তারা কমিউনিস্ট হতে পারবে না।

তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। সুতরাং তারা আসলেই মুসলমান নয়। আর মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়ে যদি কেউ কমিউনিস্ট হয় তবে তার অবস্থা তেমন-ই যেমন হিন্দুদের ঘরে জন্ম হয়ে সে মুসলমান হলে তার যেমন ধর্মমত পরিবর্তন করা হয়। তাই মুসলমানদের ঘরে জন্ম নিয়ে যদি কেউ কমিউনিস্ট হয়ে যায় তবে সে আর

www.pathagar.com

মুসলমান থাকে না। যেমন অন্য যেকোনো ধর্মের লোক মুসলমান হয়ে গেলে সে আর তার পূর্ব ধর্মের লোক থাকে না।

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, অন্য ধর্ম থেকে কেউ মুসলমান হলে সে লোক কোর্টে গিয়ে এফিডেবিটের মাধ্যমে স্বীকার করে এবং তার নতুন ধর্মমতের সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা নতুন নাম রেখে নেয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা তা করে না কেন?

এর জবাব এই যে, দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির লোকেরই জানা আছে যে, তার ধর্মমত বদলালে তাতে তাদের ধর্মে কোনো আইনগত বাধা নেই এবং তার জন্য তাকে কোনো শাস্তিরও সম্মুখীন হতে হয় না।

কিন্তু যদি কোনো মুসলমান তার জীবনের এক অংশে নিজেকে মুসলমান বলে স্বীকার করে পরে তার ইসলামী ধর্মমত পরিবর্তন করে তবে তাকে ইসলামী ধর্মমতে হত্যা করার হুকুম রয়েছে। এ কারণে প্রকাশ্যে বা এফিডেবিটের মাধ্যমে কোনো মুসলমানই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মমত গ্রহণ করেছে তা স্বীকার করতে পারে না। পারে না কতলের ভয়ে।

এখন প্রশ্ন, অন্য ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে 'কতল' বা 'হত্যা' করার আইন নেই, কিন্তু ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে হত্যার হুকুম কেন? এ আইনটা কি যুক্তিসঙ্গত? এর জবাব অবশ্যই দিতে হবে।

এবার এর জবাব দিচ্ছি। তবে এর জবাবের পূর্বে দু'টি কথা বলে নেয়ার দরকার মনে করছি। তা হচ্ছে এই যে, আমি ইসলাম প্রচার সমিতির সভাপতি থাকাকালে ৮৪ সালে একজন এম. এ পাস অবিবাহিত নওমুসলিম যুবককে সাথে নিয়ে রংপুর যাই। আমাদের যাওয়ার খবর পেয়ে কয়েকজন হিন্দু কলেজ ছাত্র আমার ও নওমুসলিম ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে আসলো। এসে তারা ঐ নওমুসলিম ছেলেটিকে প্রশ্ন করলো, আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এবং এত লেখাপড়া শিখেও কি জানেন না যে স্বধর্ম ত্যাগ করা মহাপাপ!

তখন ঐ নওমুসলিম ছেলেটি তাদের কথার জবাব দিতে উদ্যত হলে আমি তাকে বললাম, তুমি থামো, এর জবাব আমি দিচ্ছি।

অতঃপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ তো তোমাদের দৃষ্টিতে মহাপাপ করে ফেলেছে! কাজেই ওর কাছ থেকে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে আমার কাছ থেকে নাও।

www.pathagar.com

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে, স্বধর্ম ত্যাগ করা মহাপাপ? আমি নিজে বলে নিলাম, আমিও কিন্তু তাই বিশ্বাস করি যে, স্বধর্ম ত্যাগ করা মহামাপ।

তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বধর্ম ত্যাগ করা মহাপাপ।

এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমরা তো শিক্ষিত ছেলে, নিশ্চয় ইতিহাস পড়েছো। আচ্ছা বলো তো দুনিয়ায় সর্বপ্রথম আগমনকারী মানুষটির নাম কি?

তারা চুপ করে রইলো।

আমি বললাম, তোমরা কি পড়োনি যে, প্রথম মানুষটার নাম আদম। এ কারণে তোমাদের ভারতেও মানুষকে বলা হয় 'আদমী' অর্থাৎ আদমের আওলাদ

তারা তা স্বীকার করলো।

এরপর জিজ্ঞাসা করলাম, বলো তো সেই আদম কোন্ ধর্মের লোক ছিলেন?

তারা চুপ।

আমি বললাম, তিনি যে মুসলমান ছিলেন তা কি তোমরা পড়োনি?

পরে স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ, তিনি মুসলমান ছিলেন।

এরপর তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এবং তোমাদের হিন্দী ও উর্দুভাষী হিন্দুস্থানের প্রত্যেকটি হিন্দু মানুষকে বলে 'আদ্‌মী'। অর্থাৎ আদমের আওলাদ। আর আদম (আ) ছিলেন মুসলমান, আর সেই মুসলমানের আওলাদ তোমরাও এবং আমরাও। এখন বলো তো তোমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছো, না আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করেছি? এই ছেলেটি স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, নাকি স্বধর্মে ফিরে এসেছে?

তারা চুপ হয়ে গেল।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকার এক সভাস্থলে–যেখানে আমাদের ইসলাম প্রচার সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এক নওমুসলিমের নাম ঘোষণা করে বলা হয়েছিল যে, এবার একজন New converted muslim. তাঁর কিছু বক্তব্য পেশ করবেন।

www.pathagar.com

তিনি (সেই নওমুসলিম) উঠে দাঁড়িয়ে তাকে 'নওমুসলিম' বলায় তার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ No, I am not new couverted muslim But I am a Reverted muslim.

অর্থাৎ আমি নওমুসলিম নই, আমি স্বধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তনকারী একজন মুসলিম।

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের উপর কায়েম ছিলেন এবং তিনি নবীও ছিলেন। কাজেই তাঁর আওলাদ যারা ইসলাম বা সত্য ত্যাগ করে মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে তারা অবশ্যই বলতে পারে যে, আমরা মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যের উপর ফিরে এসেছি।

উক্ত কথা এফিডেবিট করে কোর্টে স্বীকার করা যায়। কিন্তু এ কথা বলায় অবশ্যই ভয় আছে যে, আমি সত্যকে ত্যাগ করে মিথ্যাকে গ্রহণ করে নিয়েছি। তা যেমন বলা যায় না ঠিক তেমন-ই এ কথাও বলা যায় না যে, আমি ইসলাম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট বা অন্যকোনো ধর্ম গ্রহণ করেছি। যেমন বলা যায় না,

১. আমি আগে ভালো মানুষ ছিলাম এখন আমি এফিডেবিট করে স্বীকার করছি যে, আমি এখন চোর হয়ে গেলাম।

২. এ কথাও স্বীকার করা যায় না যে, আমি ভালো লোক ছিলাম, এখন থেকে ডাকাত হয়ে গেলাম।

৩. এ কথাও স্বীকার করা যায় না যে, আমি এখন থেকে মানুষ হত্যাকারী হয়ে গেলাম।

এসব কথা যেমন এফিডেবিট করে স্বীকার করা যায় না ঠিক তেমন-ই কোনো কমিউনিস্ট কোর্টে এফিডেবিট করে স্বীকার করতে পারে না যে, আমি এখন থেকে কমিউনিস্ট হয়ে গেলাম। এটা শুধু মুখে স্বীকার করা যায়, কিন্তু কোর্টে গিয়ে হাকিমের সামনে বলা যায় না। বললে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অনিবার্য ভয় থাকে।

আমার মনে হয় এখন আর কাউকে এ কথা নতুন করে বুঝানো লাগবে না যে, কেন মুসলমানরা কমিউনিস্ট হয়ে নওমুসলিমদের মতো কোর্টে গিয়ে

www.pathagar.com

এফিডেবিট করে স্বীকার করে না যে, আমি আজ থেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট হয়ে গেলাম।

এরপর প্রশ্ন, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তার উপর কতলের বা হত্যার হুকুম কেন?

এর জবাবে বলবো, উপরের কথাগুলি যদি কেউ সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে কতলের হুকুম কেন তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হবে না। তবু একটু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। আর এ ব্যাখ্যাটা মন-মগজে গ্রহণ করার জন্য মনটা ইসলামী হতে হবে। এর জবাব দেয়ার পূর্বে কয়েকটা কথা বলে নেয়া দরকার মনে করছি যেন কতলের নির্দেশ কেন তা বুঝতে সহজ হয়।

দেখুন, আল্লাহ আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন। সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, একটা লোকের ক্ষতি করা খুবই অন্যায় কাজ এবং অন্যদিকে একটা লোকের উপকার করা খুবই ভালো কাজ। এটাও আমরা যেমন বুঝি ও মানি তেমনি আমরা মুসলমানরা এটাও বুঝি যে, যে আগুন এক সেকেন্ডের জন্যও আমরা সহ্য করতে পারি না সেই আগুনে একটা লোক অনন্তকাল ধরে পুড়ে মরবেও না বাঁচবেও না, এই অবস্থায় শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং তার হাত থেকে যদি লোকটাকে উদ্ধার করে দেয়া যায় তাহলে তা কত বড় ভালো কাজ।

মানুষ যদি স্বচক্ষে দোযখকে দেখতো তাহলে বুঝতে পারতো এর হাত থেকে যে বাঁচায় সে কত বড় বন্ধু এবং সে কত বড় উপকার করলো। আর তার বিপরীতে ঐ জাহান্নামে যদি কাউকে কেউ সাথে করে নিয়ে যায় তবে সে তার কত বড় শত্রু এবং সে তার কত বড় ক্ষতি করলো। এটা বুঝতে কি কোনো কষ্ট হওয়ার কথা? ঈমান থাকলে এ কথা বুঝতে মোটেই কোনো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এবার বলবো কেন মুরতাদকে কতল বা হত্যা করার নির্দেশ। এ নির্দেশ এ কারণে যে, কোনো হত্যাকারীকে যেমন এই জন্যই ফাঁসি দেয়া হয় যেন সে আর দশজনকে হত্যা করতে না পারে। ঠিক তেমন-ই মুরতাদকে হত্যা করতে হয় এই জন্য যে, সে যেন আর দশজনকে সাথে

www.pathagar.com

নিয়ে জাহান্নামী না হয়। মুরতাদ বেঁচে থাকলে কমজোর ঈমানদারদের বুঝাবে যে, আমরা অনেক লেখাপড়া শিখেছি। তাতে জেনেছি, আল্লাহকে মানার কোনো যুক্তি নেই। কাজেই ছাড়ো ঐসব ধর্মকর্মের কথা।

আরো বলবে, ইসলাম যদি সত্য ধর্মই হতো তাহলে আমি কি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে নাস্তিক হতাম? তা কিছুতেই হতাম না। আমি ইসলামের মধ্যে থেকে খুব ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, ইসলামের মধ্যে কিছুই নেই।

তখন তার দেখাদেখি আরো অনেক লোক ইসলাম থেকে সরে পড়বে এবং নিজেদের জীবনকে তারা দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তির পথে চালাতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত একটা লোকের জন্য হয়ত হাজার হাজার বা লাখ লাখ বা কোটি কোটি লোক পরকালে জাহান্নামী হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে খাতা-কলমের হিসাবে কমিউনিস্টদের সংখ্যা প্রায় ১১০ কোটি। এই ১১০ কোটি লোক যে জাহান্নামী হবে এর জন্য দায়ী সেই ব্যক্তি যে এদেরকে নাস্তিক বানিয়েছে। যদি প্রথম দিনেই মাত্র ১টা নাস্তিককে হত্যা করে ফেলা হতো তবে আজ খাতা-কলমের হিসাবে নাস্তিকদের সংখ্যা মোটেই বাড়তে পারতো না।

খাতা-কলমের কথা এই কারণে বললাম যে, কমিউনিস্ট দেশের যারা নাস্তিক শুধুমাত্র তাদের হিসাবটা এখানে এসেছে। কিন্তু ইরাকে, বাংলাদেশে, ভারতে ও আরব দেশগুলিসহ আস্তিক দেশে যারা নাস্তিক আছে তাদের হিসাব এখনও গুণতিতে আসেনি। সব নাস্তিকদের সঠিক হিসাব পেলে সংখ্যাটা আরো বাড়তো। এখন বলুন প্রথম নাস্তিকটাকে যদি হত্যা করে ফেলা যেতো তাহলে বর্তমানে নাস্তিকদের সংখ্যা প্রায় দেড়শো কোটিতে উঠতে পারতো? উত্তর, না।

এরপরও একটা কথা থেকে যায় যে, নাস্তিকদের যুক্তিই ঠিক, নাকি আস্তিকদের যুক্তি সঠিক?

এর প্রথম জবাব এই যে, এ প্রশ্নই উঠতো না যদি নাস্তিকদের আবির্ভাব না হতো। অবশ্য এটা নাস্তিকদের যুক্তির জবাব নয়। এবার জবাবে বলবো মাত্র কয়েকটি কথা।

www.pathagar.com

নাস্তিকদের ব্যাপারে একটা সুন্দর উদাহরণ সমাজে চালু আছে। তা হচ্ছে, একবার এক মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে এক জাঁদরেল নাস্তিকের বিতর্ক হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। ইমাম সাহেব প্রমাণ করবেন যে, আল্লাহ আছে আর নাস্তিক সাহেব প্রমাণ করবে যে, আল্লাহ নেই।

স্থান, দিন-তারিখ ও সময় ঠিক হয়ে গেল। সময় দেয়া হলো বেলা ২টা থেকে বিতর্ক শুরু হবে। উভয়ে ওয়াদা করলো, প্রত্যেক পক্ষই নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে হাজির হবে।

নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় অনুযায়ী সেই নাস্তিক ও বিতর্ক শুনতে ইচ্ছুক সাধারণ মানুষেরা যথাস্থানে এসে হাজির হলো। কিন্তু ইমাম সাহেব উপস্থিত হলেন একটু দেরিতে।

প্রশ্ন করা হলো, আপনি একজন ইমাম হয়ে কেন যথাসময়ে উপস্থিত হলেন না? আপনি কি বিতর্কে হেরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছিলেন?

ইমাম সাহেব খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, ভাই, আমি ইচ্ছা করে দেরি করিনি। আমাকে একটা নদী পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনো নৌকা না পেয়ে আমি ওপারে বসে মনে মনে খুব পেরেশানী বোধ করছিলাম। এমন সময় চোখে পড়লো একটা ভালো কাঠের গাছ। তখন মনে মনে চিন্তা করলাম, এই গাছটা কেটে এর তক্তা দিয়ে যদি একটা নৌকা বানাতে পারতাম তাহলে অন্ততঃ আমার ওয়াদাটা রক্ষা করতে পারতাম।

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ গাছটা আপনা হতে চেরা হয়ে গেল। পরে একটা তক্তা আরেকটা তক্তার সঙ্গে পাট পাট মিশে মুহূর্তের মধ্যে একটা নৌকা তৈরি হয়ে গেল :

এরপর ভাবছিলাম, যদি ২/৪ জন লোক পেতাম তাহলে নৌকাটা টেনে পানিতে নামিয়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতাম। এই কথা ভাবতে ভাবতে দেখলাম হঠাৎ নৌকাটা শোঁ করে পানিতে নেমে এলো। আমি গিয়ে নৌকায় বসে ভাবছিলাম এখন কি দিয়ে বেয়ে যাবো? নৌকায় হাল, দাঁড় কিছুই তো নেই, বাইবো কি দিয়ে? চিন্তা করতে করতে হঠাৎ নৌকাটা এপারে আপনা থেকে ছুটে আসলো আর আমি নেমে আসলাম। এই কারণেই আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এ কথা শুনে নাস্তিক সাহেব বললেন, আপনি ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন। কোনো মিস্ত্রি বা কারিগর ছাড়া কি একটা নৌকা তৈরি হতে পারে? মোটেই না। তাই আপনার মতো এমন একজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আমার তর্ক করা সাজে না।

এর জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, আপনি একটা কাগজে লিখে দিন যে, আমি মিথ্যা কথা বলেছি এবং আমার কথা একেবারেই মনগড়া কথা, যার পিছনে কোনো যুক্তি নেই।

নাস্তিক সাহেব তা লিখে দিলেন।

অতঃপর উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করে ইমাম সাহেব তার লেখা কাগজটা পড়ে শুনিয়ে বললেন, আমাদের বিতর্ক শেষ। এই দেখুন নাস্তিক সাহেব লিখিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, বিনা মিস্ত্রিতে নৌকা তৈরি হতে পারে না। আর আমারও দাবি তাই যে, সামান্য একটা নৌকা যদি বিনা মিস্ত্রিতে তৈরি না হতে পারে তবে এই বিরাট পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও নিয়ম মূতাবিক দিন ও রাত হওয়া, ঋতুর পরিবর্তন হওয়া, বিভিন্ন মৌসুমের উপযোগী তরি-তরকারি ও ফল-ফলাদি হওয়া, মৌসুমী বৃষ্টি হওয়া, মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্সিজেন গ্রহণ করা, আবার প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষিত গ্যাসকে গাছের পাতার ভিতরে ফিট করা মেশিনে রিফাইন করে সেখান থেকে ফ্রেশ অক্সিজেন সৃষ্টি করা অর্থাৎ গাছের পাতার মধ্যে অক্সিজেন তৈরির কারখানা সৃষ্টি রাখা, খেজুর গাছের মাথায় রস তৈরি করার অদৃশ্য মেশিন ঠিক করে তা চালু রাখা, প্রতিটি গাছের মধ্যেই একটা করে এমন কারখানা সৃষ্টি করে তা চালু রাখা যেমন আখের গাছের কারখানায় আখের রস তৈরি হওয়া এবং তার থেকে চিনি ও মিসরি ইত্যাদি তৈরি হওয়া, বাবুই পাখিকে তালের পাতা দিয়ে ঘর বানানো শিক্ষা দেয়া, জন্মান্ধ উইপোকাকে পৃথিবীর সব জায়গায় একই নিয়মে ঘর তৈরি করা শিক্ষা দেয়া, লোনা পানির ভিতর থেকে মিঠে পানি বাষ্পাকারে তুলে নেয়া, বাতাসকে গরম করে তাকে সম্প্রসারিত করে তার মধ্যে জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া, ধূলির বাষ্প বহন করে বায়ু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে উপরে উঠে যাওয়া, সেখানে গিয়ে বায়ু সংকুচিত হয়ে জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয়া, এভাবে মেঘ তৈরি করে

www.pathagar.com

এর থেকে বৃষ্টি বর্ষাণো, বিজলির চমকের মাধ্যমে বাতাসে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাসকে নাইট্রোটে পরিণত করে তা মেঘের পানির সঙ্গে মিশ্রিত করে গাছের খোরাকসহ বৃষ্টির পানি বর্ষণ করানো ইত্যাদি ধরনের কোটি কোটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সৃষ্টি চালু রাখা, এটার পিছনে কি কোনো সুবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী মিস্ত্রির প্রয়োজন হয়নি?

ইমাম সাহেবের উক্ত যুক্তি শুনে সে নাস্তিকের ভুল ধারণা কেটে গেল এবং হাজার হাজার জনতা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা সবাই আস্তিক এবং মুসলমান হয়ে গেলেন।

এখন চিন্তা করুন, এই ইমাম সাহেব যদি সুকৌশলে তাঁর (নাস্তিকের) যুক্তি খণ্ডন করে না দিতেন তাহলে নাস্তিক আরো কত লোককে কুযুক্তি দিয়ে নাস্তিক বানাতো। সুতরাং যারাই সমাজের লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে কোটি কোটি মানুষকে জাহান্নামের ইন্ধন বানাচ্ছে তাদের প্রথমটাকে যদি হত্যা করে ফেলা হয় তাহলে কোটি কোটি মানুষকে জাহান্নামের চিরশাস্তি থেকে উদ্ধার করা যায়।

নাস্তিকেরা যে কুরআনকে অস্বীকার করে সেই কুরআনের তথ্য দিয়ে কম্পিউটারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই ধরনের তথ্যবহুল একখানা গ্রন্থ যাতে ১৯-এর একটা মিল রয়েছে, এই ধরনের ১৯-এর মিল রেখে এমন একটা নির্ভুল গ্রন্থ কি মানুষ তৈরি করে দিতে পারে?

কম্পিউটার জবাবে বলেছে, যদি কেউ গাণিতিক সংখ্যার দিকে সচেতন দৃষ্টি রেখে ৬২৬ সেন্টিমিলিয়ন বার চেষ্টা করে তবে তার জ্ঞানের অগোচরে এমন একখানা গ্রন্থ রচনা হয়ত হলেও হতে পারে। ৬২৬ সেন্টিমিলিয়নের অর্থ হলো ৬২৬-এর পরে আরো ২৪টি শূন্য (০) দিলে যে সংখ্যা হয় অর্থাৎ ৬২৬০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বার চেষ্টা করলে কেউ হয়ত কুরআনের মতো এমন একখানাা গ্রন্থ রচনা করতেও পারেন।

কিন্তু এটা কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? মরিস বুকাইলীর কুরআন বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থখানাও প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর কুরআনে সত্যতা স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই। এরপরও যারা মুসলমান থেকে কমিউনিস্ট হয়ে যায় বা স্বধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়

www.pathagar.com

তাদের সম্পর্কে ইসলামের সিদ্ধান্ত হলো তাকে কতল করো যেন অন্য আর হাজার হাজার লোক তাদের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এই দীর্ঘ আলোচনায় এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে ঃ

১. মুসলমান নামধারী নাস্তিকরা অমুসলিম। তারা স্বধর্মত্যাগী, সুতরাং তারা মুসলমান নয়।

২. মুসলমানরা তাদের স্বজাতি মনে করতে পারে না।

৩. তাদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে-শাদি হতে পারে না। তাদের মরদেহ মুসলমানদের গোরস্থানে জায়গা পেতে পারে না।

৫. তাদের জানাযা পড়া হারাম। পড়ে দেখুন সূরা তওবার ৮৪ নং আয়াত। তাতে তাদের জানাযা পড়তে এবং তাদের কবর জিয়ারত করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

আশা করি এখন থেকে আমরা বুঝলাম যে, নাস্তিকরা একটা আলাদা ধর্মের লোক।

এর আরো প্রমাণ হচ্ছে এই যে, কলকাতার একজন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক প্রবোধকুমার সান্যাল একবার রাশিয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে অপরিচিত লোকদের নাম ও ধর্মীয় পরিচয় নিচ্ছিলেন। তখন অনেকেই জবাব দিয়েছেন যে, আমার ধর্ম কমিউনিজম। পড়ে দেখুন প্রবোদকুমার সান্যালের লেখা 'রাশিয়ার ডাইরী'–যা আমি নিজে পড়ে দেখেছি। এ বইটা এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই বলে পৃষ্ঠা নম্বর দিতে পারলাম না। এ বই যেকোনো পাঠাগারে পাওয়া যাবে। এটা পড়ে দেখতে পারেন।

অতএব আমার স্পষ্ট ঘোষণা এই যে, কমিউনিস্টরা মুসলমান নয় এবং তাদের সাথে বিয়ে-শাদি দেয়া এবং তাদের জানাযা পড়াও হারাম। এটা যারা করবে তাদেরকে কালেমা রদ্দেকুফর পড়ে নতুন করে মুসলমান বানিয়ে নিতে হবে।

আল-কুরআনে সকল মানুষকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. সামনের দল। ২. ডান পাশের দল। ৩. বাম পাশের দল।

১. সামনের দলে যারা তারা নির্ভেজাল আল্লাহপন্থী।

২. ডান পাশের দল আল্লাহপন্থীদের সমর্থক দল। এই দুই দলই বেহেশতি।

www.pathagar.com

৩. যারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী। এর মধ্যে কাফের, মুশরিক এবং সকল ধরনের গোনাহগার এই বাম দলভুক্ত।

আল-কুরআনের এই উক্তি মুতাবিকই মনে হয় 'বামপন্থী' শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কি বলে শুনুন।

সূরা ওয়াকিয়ার ৭ থেকে ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً- فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ـ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ
وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ـ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তখন তোমরা (কিয়ামতের মাঠে) ৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ১. একদল হবে ডান বাহুর দল বা ডান পাশের দল। ডান পাশের লোকদের কথা আর কি বলা যায় (তা কি জানো)! ২. আর এক দল হবে বাম হাতের বা বাম পাশের দল। বাম পাশের দলের (দুর্দশা) কি হবে (তা কি তোমরা জানো)! ৩. আর অগ্রবর্তী দল তো অগ্রবর্তীই।

এখানে অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, ২ নং বাম হাতের দল বলে একটা দলকে অভিহিত করা হয়েছে। এই দলটাকেই আমরা বলি 'বামপন্থী দল'। আর তারাও স্বীকার করে যে, তারা বামপন্থী। কারণ তারা বিচারের দিনে বাম পাশে থাকবে। তাদের পরিণতির কথা এই একই সূরার ৪১ থেকে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ـ مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ـ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ـ
وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ـ لَا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُتْرَفِيْنَ ـ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ـ وَكَانُوْا
يَقُوْلُوْنَ ـ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ـ اَوَ
اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ـ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ

www.pathagar.com

يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۔ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۔ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۔ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۔ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۔ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۔

অর্থ ঃ আর বাম পাশের দল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করবে, তারা লু হাওয়ার প্রবাহ ও টগবগ করা ফুটন্ত পানি ও কালো কালো ধোঁয়ার ছায়ায় থাকবে। তা না ঠাণ্ডা, না শীতল হবে। আর না শান্তির কোনো লেশমাত্র পাবে। এরা তো এই ধরনের লোক যে, এই পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তারা খুবই সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দে ছিল। আর তারা বড় বড় গোনাহের কাজ পৌনপৌনিকভাবে করতে থাকতো। তারা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো তখন তো মাটিতে পরিণত হয়ে যাবো। আমাদের হাড়গোড় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তখন কি পুনরায় আমাদের জীবিত করে দাঁড় করানো সম্ভব হবে? আর আমাদের বাপ-দাদাদেরও কি উঠানো হবে? তারা তো অনেক পূর্বেই চলে গেছে। হে নবী! তুমি এই লোকদেরকে বলে দাও ঃ নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সবাইকে একদিন একত্রিত করা হবে। তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। অতঃপর হে ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত ও অমান্যকারী ও অবিশ্বাসকারীগণ, তোমরা জাক্কুম নামক বিষবৃক্ষের ফল অবশ্যই খাবে। আর তার দ্বারা পেট ভর্তি করবে। আর টগবগ করা ফুটন্ত পানি পিপাসাকাতর উটের মতো পান করবে। এটাই হবে সেই বামপন্থীদের আপ্যায়নের সামগ্রী প্রতিফল দানের দিনে।

শব্দার্থ ঃ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ – আর বাম পাশের দল, مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ – কি দুরাবস্থা সেই বাম পাশের দলের লোকগুলির (এখানে مَا – অর্থ কি দুরবস্থা কথাটা এখানে উহ্য), فِىْ – মধ্যে, سَمُوْمٍ – লু-হাওয়া বা অগ্নিবায়ু, حَمِيْمٍ – টগবগ করে ফুটন্ত পানি, وَظِلٍّ –ছায়া, مِّنْ يَّحْمُوْمٍ – কালো কালো ধোঁয়ার, لَّا بَارِدٍ – না পাবে ঠাণ্ডা, وَّلَا كَرِيْمٍ – আর না পাবে দয়াসূলভ কোনো ব্যবহার, اِنَّهُمْ – অবশ্য তারা, كَانُوْا – দিল, قَبْلَ –

www.pathagar.com

পূর্বে (দুনিয়ার জীবনে), ذَالِكَ – সেই, مُتْرَفِيْنَ – স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপনকারী, وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ – আর তারা সর্বদা লিপ্ত থাকতো, عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ – বড় ধরনের বিরোধিতায়, وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ – এবং তারা বলতো, اَئِذَا – কি, যখন, مِتْنَا – আমরা মরে যাবো, وَكُنَّا – এবং আমরা হয়ে যাবো, تُرَابًا – মাটি, وَّعِظَامًا – এবং হাড়গোড় (পড়ে থাকবে), اَئِنَّا – তখন কি আমরা, لَمَبْعُوْثُوْنَ – পুনরায় জীবিত হবো, اَوَ – অথবা, اٰبَاؤُنَا – আমাদের বাপ-দাদা, الْاَوَّلُوْنَ – যারা পূর্বেই চলে গেছে, قُلْ – তাদের বলে দাও, اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ – নিশ্চয়ই প্রথমে যাওয়া, وَالْاٰخِرِيْنَ – এবং পরে যাওয়া (প্রত্যেককে), لَمَجْمُوْعُوْنَ – অবশ্যই একত্রিত করা হবে, اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ – সেই নির্দিষ্ট দিনে, ثُمَّ – পুনরায় اِنَّكُمْ – নিশ্চয়ই তোমরা اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ – হে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী, الْمُكَذِّبُوْنَ – মিথ্যা মনে করার দল لَاٰكِلُوْنَ – অবশ্যই খাবে, مِنْ شَجَرٍ – গাছের, مِّنْ زَقُّوْمٍ – জাক্কুম নামক, فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ – পেট পুরে বিষবৃক্ষের ফল খাবে, فَشٰرِبُوْنَ – অতঃপর পান করবে, عَلَيْهِ – তার উপরে, مِنَ الْحَمِيْمِ – গরম ফুটন্ত পানি (যা টগবগ করে ফুটতে থাকবে), فَشٰرِبُوْنَ – অতঃপর পান করবে, شُرْبَ الْهِيْمِ – পিপাসায় কাতর উটের পানি পান করার ন্যায়, هٰذَا – এই (ব্যবস্থা), نُزُلُهُمْ – তাদের আপ্যায়নের জন্য, يَوْمَ الدِّيْنِ – বিচার দিনের।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে যে ১৬টি আয়াত পরপর উদ্ধৃত করা হলো যার সবগুলো আয়াতেই বামপন্থীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। বামপন্থীদের বিশ্বাস-চরিত্র, ধ্যান-ধারণা তা সবই এখানে আল্লাহ তুলে ধরেছেন।

একমাত্র কমিউনিস্টরাই বলে যে, মরার পরে আর কিছু নেই, মরে গেলাম তো সব শেষ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তারা বলে, আমরা যখন মরে যাবো তখন মাটির সাথে মিশে যাবো। এরপর কি আর জীবিত হওয়া সম্ভব? এদেরই কথা এখানে বলা হয়েছে যে তারা আল্লাহও মানে না, পরকালের পুনরুত্থানও বিশ্বাস করে না, বিচার দিন, বেহেশত-দোযখ এর কিছুই তারা বিশ্বাস করে না।

তারা তো চির জাহান্নামী। সুতরাং নাম তার যা-ই হোক না এবং জন্ম তার যে জাতির ঘরেই হোক না কেন, সে মুসলমান নয়।

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, যারা কমিউনিস্ট দল করে তারা তো নামাযও পড়ে। তবে কি করে তাদের অমুসলিম বলা যায়?

এর জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য এবং মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্যই তারা নামায পড়ে। এর স্পষ্ট দলিল আমার নিকট রয়েছে।

আমরা যখন আইয়ুব আমলে COP (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি বা সম্মিলিত বিরোধী দল) করেছিলাম, তখন আমি ছিলাম যশোর জেলা COP -এর সাধারণ সম্পাদক। তখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিল। ঐ সময় মাগুরার একজন কমিউনিস্টকে বললাম যে, ভাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করলে সত্যি সত্যি উত্তর দিবেন কি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সত্যি কথাই বলবো।

পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন তো সত্যিই আপনারা আল্লাহকে মানেন কি না?

তিনি বললেন, আপনি এমন প্রশ্ন করবেন এটা তো পূর্বে ভাবিনি। এরপর বললেন, আপনি যদি ওয়াদা করেন যে, আপনি কাউকে বলবেন না, তাহলে আমি বলতে পারি।

আমি তার কাছে ওয়াদা করলাম যে, ঠিক আছে, আপনার আকীদা-বিশ্বাস আপনার কাছেই থাকবে। আমি আপনার নিজস্ব আকীদার কথা কাউকে বলবো না।

আমি আমার ওয়াদা এইভাবে রক্ষা করলাম যে, তার নামটা এখানে উল্লেখ করলাম না। তবে তিনি যা বলেছেন হুবহু সেই কথাটা তুলে ধরছি যেন মুসলমান ভাই-বোনেরা কমিউনিস্টদের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, আমরা কোনো সৃষ্টিকর্তা মানি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে নামায পড়েন কেন?

তিনি বললেন, নামাযের সময় নামাযীদের মধ্যে পড়ে গেলে আমাদের নামায পড়তে হয়। নইলে আমাদেরকে মানুষ নাস্তিক বলে ঘৃণা করবে। এই নাস্তিক বলে চিহ্নিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যই দরকার হলে নামায পড়ি।

তবু কিছু লোক দেখা যায়, তারা মন থেকেই নামায পড়ে এবং কমিউনিজম বোঝে না। তাদের জন্য আফসোস হয় যে, মুসলমান হয়ে কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর কমিউনিজম বুঝে যারা নামায পড়ে তারা চরম মুনাফিক-ধোঁকাবাজ। তারা আসলে আল্লাহকেই মানে না। সুতরাং তাদের নামায হলো রাসূল (সা)-এর জামানার বড় বড় মুনাফিকদের নামায পড়ার মতো। সেই মুনাফেকরা রাসূল (সা)-এর পিছনে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়তো, কিন্তু তারা নামায পড়তো শুধু মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য। যেমন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন খালফ্ যাকে মহানবী (সা) মনে করতেন সে মুসলমান এবং সে মরে গেলে তার জানাযা পড়তে হবে। কিন্তু তার জানাযায় যেতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা)-কে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং আমাদের সমাজে যারা কমিউনিস্ট দল করে তারা একটাও মুসলমান নয়।

এর আরেকটা দলিল হচ্ছে এই যে, কলকাতার প্রবোধকুমার সান্যাল রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে 'রাশিয়ার ডাইরী' নামক যে বই লিখেছিলেন তাতে তিনি লিখেছেন ঃ

এক জায়গায় অনেক বিদেশী সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনারা কোন্ ধর্মের অনুসারী? এর জবাবে কেউ কেউ ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, আমি কমিউনিস্ট, আমার ধর্ম কমিউনিজম।

এর দ্বারা প্রমাণ হলো কমিউনিস্টরা কমিউনিজম ধর্মের অনুসারী। তারা ইসলাম বা খ্রিস্টান বা ইহুদী বা হিন্দু এর কোনো ধর্মেই তারা বিশ্বাসী নয়।

www.pathagar.com

এরপরও আমার নিকট উত্তরবঙ্গের জনৈক এনামুল হকের লেখা একখানা বই আছে, কেউ দেখতে চাইলে দেখাতে পারবো। তিনি লিখেছেন, ঈশ্বর বা আল্লাহ মানুষ তৈরি করেননি। মানুষ তাদের কল্পনায় কেউ ঈশ্বর, কেউ আল্লাহ ইত্যাদি নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে।

বাংলাদেশী কমিউনিস্টদের লেখা এমন বই এখনও আমার নিকট আছে, যে বইটা ছাপা হয়েছে ১৯৭৩ সালে একটা উপযুক্ত সময় মনে করে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ৭৩ সালেই বইটাকে নিষিদ্ধ করে দেয়।

বইটা যেহেতু নিষিদ্ধ সেহেতু তার নাম বলবো না। তবে কেউ দেখতে চাইলে যেহেতু আমাকে দেখাতে হবে তাই ৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত বইটাকে হেফাজত করে রেখেছি।

বইয়ের প্রকাশিকা মিসেস নাজেরা বেগম, বাড়ি নং ১৬৫, রোড নং ১৩/৪, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫ (এটা ৭৩ সালের রোড নং, এখন হয়ত বদলে যেতেও পারে)। বইটা ছেপেছে দুইটি প্রেস, হাবীর প্রেস ছেপেছে ১ থেকে ৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আর ৭৩ থেকে শেষ পর্যন্ত ছেপেছে অন্য আরেকটা প্রেস। এতে সে লিখেছে ঃ

"তথাকথিত আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার জন্মের ২ হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ।"

এই বেচারা বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে অনেক কস্‌রত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ২৩ জোড়া ক্রোমজমের সংমিশ্রণেই একটা জীবকোষ তৈরি হয়। এছাড়া শুধু মায়ের ক্রোমজমে সন্তান তৈরি হতে পারে না। অতএব হযরত ঈসা (আ) জারজ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)!

এই যাদের বিশ্বাস তাদের কি আমরা মুসলমান বলে স্বীকার করতে পারি? তা কিছুতেই পারি না।

কোনো হিন্দু বা খ্রিস্টান বা ইহুদী বা বৌদ্ধ যেকোনো ধর্মেরই লোক যখন মুসলমান হয় তখন তাকে যেমন 'হিন্দু' বা 'খ্রিস্টান' অর্থাৎ সে যে ধর্ম ত্যাগ করে এসে মুসলমান হয় ঐ ধর্মের লোক তাকে আর আমরা বলতে পারি না, কারণ সে তো তার পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করেই দিয়েছে।

ঠিক তেমন-ই যে ধর্মের লোকই তার পূর্বের ধর্ম হিন্দু বা ইসলাম বা খ্রিস্ট বা ইহুদী যে ধর্ম থেকেই এসে সে কমিউনিস্ট হোক না কেন, তাকে

www.pathagar.com

আর পূর্বের ধর্মের নামে পরিচিত করানো যাবে না। তাকে কমিউনিস্টই বলতে হবে। কারণ সে তো তার পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট হয়েছে।

এ কারণে যার নাম এনামুল হক, জন্ম মুসলমানের ঘরে, সে লোক যদি বিশ্বাস করে যে, আদম ও হাওয়ার জন্মের ২ হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেনি, মানুষই তাদের উদ্ভট কল্পনায় আল্লাহকে সৃষ্টি করে নিয়েছে, যার বিশ্বাস পিতা ছাড়া হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়নি, তার কোনো না কোনো গোপন পিতা ছিল (নাউযুবিল্লাহ), এই লোককে ন্যাংটা পাগলও কি বলবে যে, সে মুসলমান?

তা কেউই বলতে পারে না, আর তাই আমিও পারি না এদের মুসলমান বলতে। আপনিও পারেন না এদের মুসলমান বলতে। তারা স্পষ্ট অমুসলিম। তাদের যারা মুসলমান বলে স্বীকার করবে সে নিজেও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের জানাযা পড়া হারাম

কোনো হিন্দু মরে গেলে তার যেমন কোনো জানাযা নামায পড়তে হয় না বা পড়া লাগে না, ঠিক তেমন-ই যারা কমিউনিস্ট তারা মরে গেলেও তাদের জানাযা পড়া লাগে না এবং যেকোনো মুসলমানের জন্য তাদের জানাযা পড়া হারাম!

আর যদি কোনো মৌলভী-মাওলান বা কোনো ইমাম যদি কমিউনিস্ট জেনেও তার জানাযা পড়েন বা ইতিপূর্বে পড়ে থাকেন তবে দিন থাকতে এখনই তওবা করে নিন। অথবা আখেরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার জন্যে প্রস্তুতি নিন এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুনকে সহ্য করার জন্যও প্রস্তুত থাকুন। আমি একজন মুসলমান হয়ে এরচেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।

কমিউনিস্টদের পরিচয় আমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছে। এরপর আমিও কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। আবারও বলছি, সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট 'মিঃ গর্বাচেভ' মুসলমান ঘরে জন্মেছে, কিন্তু সে

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পরে পৃথিবীর একটা লোকও তাকে আর মুসলমান বলে স্বীকার করেনি এবং তা করতেও পারে না।

এরপরও যদি কোনো কমিউনিস্ট নেতার লাশ বাইতুল মুকাররম মসজিদে নিয়ে আসে এবং সেখানে যদি কেউ তার জানাযা পড়ে তবে (হক কথা বলতে আমার কোনো ভয়ও নেই, কোনো আপত্তিও নেই) বাইতুল মুকাররম মসজিদের যারা দায়িত্বশীল এবং ইমাম সাহেব প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকতে হবে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, সরকারকেও প্রস্তুত থাকতে হবে আখেরাতে জবাবদিহির জন্যে।

এখন প্রশ্ন, তাদের লাশ কি করা হবে? কারণ বাংলাদেশের বহু মুসলমানের আত্মীয়-স্বজনই রয়েছে কমিউনিস্ট, কারোবা ছেলে কমিউনিস্ট বাপ মুসলমান, কারোবা বাপ কমিউনিস্ট ছেলে মুসলমান। এরা কি করবে?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, হযরত ইবরাহিম (আ) যেমন পিতার মহব্বত ত্যাগ করেছিলেন এবং হযরত নূহ (আ) যেমন ছেলের মহব্বত ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের ন্যায় অর্থাৎ এই দুইজন নবীকে আদর্শ ধরে নিয়ে তাঁদেরই ন্যায় ছেলেই কমিউনিস্ট হোক বা পিতাই কমিউনিস্ট হোক, তাদের মায়া ত্যাগ করে তাদের লাশ মাটি খুঁড়ে আবু লাহাবের লাশের মতো মাটিতে পুতে মাটি দিয়ে এমনভাবে চাপা দিয়ে রাখুন যেন তার আকার-আকৃতি কোনোভাবেই কবরের মতো না হয়। কারণ কবরের মতো দেখলে হয়ত কোনো অজানা লোক তা দেখে তার কবরে পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য দোয়াও করতে পারে।

কিন্তু তার জন্য দোয়া করা, খতম পড়া, মিলাদ পড়া বা মুসলমানী কায়দায় তার রূহের মাগফিরাত কামনা করা, এর সবগুলোই হারাম। শুধু তাই নয়, তারা মুরতাদ। ইসলামী আইনে তাদের কতল করার নির্দেশ রয়েছে। তবে এটা শুধু মুসলিম পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী কমিউনিস্টদের বেলায়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায় নয়।

www.pathagar.com

কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয়া হারাম

কোনো মুসলমানই যেমন কোনো হিন্দুর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয় না, তা সেই হিন্দু কোটিপতি হলেও, ঠিক তেমন-ই কোনো কমিউনিস্টের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না, তা সে কমিউনিস্টের মুসলমানী নাম হলেও এবং সে কোটিপতি হলেও।

তবে কারো মেয়ে যদি কমিউনিস্ট হয়ে যায় তবে পিতার দায়িত্ব হবে তাকে নসীহত করা। আর নসীহত না মানলে হযরত নূহ (আ)-এর মতো এ সন্তানকে ত্যাগ করা–তা সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। তখন তার বিয়ের কোনো দায়-দায়িত্ব আর পিতার উপর থাকে না।

আর জেনে-বুঝে যারা কোনো কমিউনিস্টের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেয় সে তার মেয়েকে পিতা হয়ে জাহান্নামের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে। আর এই ধরনের নিষ্ঠুর পিতারা যেমন পিতার জাত পিতা নয়, তেমনি তারা শুধু মেয়েকেই জাহান্নামে ফেলে আসে না, সেইসঙ্গে মেয়ের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ঐসব পিতাকেও জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মুসলমান ভাই ও বোনেরা, মনে রাখবেন, এই দৃশ্যমান জগৎ ছাড়াও একটা অদৃশ্যমান জগৎ আছে এবং সেই জগতের মালিকও এই আল্লাহ, যে আল্লাহ এই দৃশ্যমান জগতের মালিক।

মুসলমান হিসেবে মুসলমান ভাই-বোনদের হুঁশিয়ার করা আমার যে ঈমানী দায়িত্ব, আমি সেই দায়িত্বই পালন করলাম।

হে মেহেরবান আল্লাহ! তুমি যতটুকু বুঝ দিয়েছো সেই বুঝ মুতাবিক আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম। হে আল্লাহ! এতেই আমাকে পরকালের জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই দিও এবং তোমার মুসলমান বান্দাহ্‌দেরকেও তুমি হেফাজত করো যেন তারা কমিউনিজমের খপ্পর থেকে রেহাই পায় এবং তারা যেন কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে দোযখের পথ না ধরে।

আমীন! ছুম্মা আমীন! ❐

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫